ILR Global Labor Institute

উন্নত অবস্থান?

পোশাক খাতের জলবায়ু সংকট এবং শ্রমিকদের উপর এটির প্রভাব

বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সংক্ষিপ্ত বিবৃতি

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান তাপ এবং প্রবল বন্যার সঙ্গে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে। এগুলো পোশাক শ্রমিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এছাড়াও এগুলো পোশাক কারখানাগুলোর কাজে বিঘ্ন ঘটায় অথবা কাজের গতি ধীর করে দেয়। ২০৩০ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে উষ্ণ তাপ ও বন্যার কারণে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকরা কয়েকশ বিলিয়ন ডলারের আয় এবং কয়েক মিলিয়ন কর্মসংস্থান হারাতে যাচ্ছে।

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল লেবার ইনস্টিটিউট এবং একটি গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম, শ্রোডার্স কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এই রিপোর্টে আমাদের শীর্ষ প্রশ্ন হলো: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পোশাক শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকিসমূহ কী কী এবং এর ফলে কী পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, আমরা বিশ্বজুড়ে ৩০টি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত তাপমাত্রা এবং বন্যার আনুমানিক অবস্থা তুলনা করেছি। দ্বিতীয়ত, আমরা চারটি দেশে পোশাক শ্রমিকদের উপর প্রভাবসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি: বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান ও ভিয়েতনাম। এবং জলবায়ু সংকট কিভাবে ইতোমধ্যে পোশাক শ্রমিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে সে বিষয়টি আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। এরপর আমরা এই চারটি দেশে তাপ, অসুস্থতাজনিত ছুটি, এবং সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা তুলনা করে দেখেছি। সবশেষে, আমরা শ্রমিকদের এবং পোশাক উৎপাদন খাতকে উষ্ণ তাপ এবং প্রবল বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখতে ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা, সরকার, পোশাক ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের যেসব পরিবর্তন নিয়ে আসা উচিত সেগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছি।

1.0 প্রচণ্ড তাপ এবং বন্যার প্রভাবসমূহ

উষ্ণ তাপ ও আর্দ্রতা সম্মিলিতভাবে শ্রমিকদের কাজ ও জীবনকে কঠিন করে তোলে। যা কিনা কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা এবং শ্রমিকদের উপার্জন কমিয়ে দিতে পারে এবং শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। কোনো পোশাক বা জুতার কারখানায় 'হিট স্ট্রেস'-এর কারণে পরিশ্রান্ত হয়ে যাওয়া, অচেতন হয়ে যাওয়া এবং এমনকি হিট স্ট্রোকের ঘটনা ঘটতে পারে। হিট স্ট্রেস পরিমাপের সূচক 'ওয়েট-বালব গ্লোব টেম্পারেচার' (WBGT) তাপ ও আর্দ্রতাকে সম্মিলিতভাবে একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে। ওয়েট-বালব পরিমাপের সংখ্যাগুলো সাধারণত স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে কম হয়, কিন্তু ওয়েট-বালব তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারচেয়ে বেশি হওয়ার মানে হলো শ্রমিকদের অপেক্ষাকৃত বেশি হিট স্ট্রেসের সম্মুখীন হওয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, আনুমানিক ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস WBGT-এর সময় পোশাক শ্রমিকদের উচিত প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মিনিট বিশ্রাম নেওয়া। ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং তার চেয়ে বেশি WBGT-এর সময়, শ্রমিকদের গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে, এমনকি তারা খুব সামান্য কাজ করলেও।[1]

নিচের সারণিতে ২০৩০ সালে পোশাক ও জুতা উৎপাদন করা হয় এমন শহরগুলোতে শ্রমিকদের জন্য হিট স্ট্রেস বেশি থাকবে (WBGT ৩০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি হবে) এমন দিনের সংখ্যা তুলনা করা হয়েছে। করাচিতে উষ্ণ তাপ ও আর্দ্রতা থাকবে এমন দিনের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি: ২০৩০ সালে ১৯০ দিন এবং ২০৫০ সালে ২০৩ দিন। আমাদের রিপোর্টে অন্যান্য শহরেও বেশি থাকবে: ঢাকা, চট্টগ্রাম, হো চি মিন সিটি এবং নম পেন।

সারণি ১. উষ্ণ তাপসহ চাপের মধ্যে থাকা দিনের সংখ্যা, ২০২৩ ও ২০৫০, শহর অনুযায়ী।

পোশাক উৎপাদনকারী শহর		প্রতি বছর কত দিনের জন্য হিট স্ট্রেস বেশি থাকবে?	
শহর	**দেশ**	**২০৩০***	**২০৫০**
করাচি	পাকিস্তান	১৯০	২০৩
কলম্বো	শ্রীলংকা	১৪৫	১৫৮
ম্যানাগুয়া	নিকারাগুয়া	১৩৩	১৫১
পোর্ট লুইস	মরিশাস	১০৪	১০৪
ঢাকা	বাংলাদেশ	৬৫	১০৫
ইয়াঙ্গুন	মিয়ানমার	৫৯	৯২
দিল্লি	ভারত	৫৫	৭৫
হো চি মিন	ভিয়েতনাম	৫৫	৯৮
চট্টগ্রাম	বাংলাদেশ	৫০	৮৫
স্যান সালভাদর	এল সালভাদর	৪২	৫৭
ব্যাংকক	থাইল্যান্ড	৪২	৭৫
নম পেন	কম্বোডিয়া	৪১	৭৫

আমাদের কাছে কম্বোডিয়ায় বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচি সম্পর্কে ILO-এর সংগ্রহ করা ডাটা রয়েছে। ILO পোশাক ও জুতা রপ্তানীকারক সব কারখানায় অডিট পরিচালনা করে এবং বিকেলের প্রথমদিকে যখন গরম সবচেয়ে বেশি থাকে সেই সময়ে

[1] SSP ২-৪.৫ জলবায়ু পরিস্থিতির ভিত্তিতে আমাদের এসব অনুমান করা হয়েছে। এই ভবিষ্যত পরিস্থিতি 'মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে' — আশাব্যঞ্জক নয় অথবা হতাশাজনক নয়--এবং অনুমান করা হয়েছে যে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২০১৬ সালে প্যারিস COP আলোচনায় নির্ধারণ করা সীমার চেয়ে কিছুটা বেশি বৃদ্ধি পাবে।

তাপমাত্রা ও ভেন্টিলেশন (বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা) পর্যবেক্ষণ করে থাকে। কারখানায় তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকলে তা অনেক বেশি তাপমাত্রা — যা নিয়মের লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত কম্বোডিয়ার পোশাক কারখানাগুলোতে ILO-এর ৩,০০০ পরিদর্শন থেকে আমরা দেখতে পাই যে:

- এই সাত বছর সময়কালের মধ্যে প্রতি পাঁচটি কারখানার মধ্যে একটিতে শ্রমিকরা ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের চেয়ে বেশি ছিল এমন দিনগুলোতে কাজ করেছেন।
- প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৪ শতাংশ) কারখানায় ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা ILO-এর নির্ধারিত তাপের মানদণ্ডের চেয়ে বেশি ছিল এবং সেসব কারখানার ৬৯ শতাংশতে ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি ছিল।

এই তথ্য থেকে দেখা যায় যে কম্বোডিয়ার কারখানাগুলোর অবস্থা সময়ের সাথে সাথে উন্নত হচ্ছে, কিন্তু তা ধীর গতিতে। কিন্তু ILO বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভিয়েতনামে বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচিগুলোর আওতায় কারখানাগুলো থেকে এই ডাটা সংগ্রহ করছে না।

আমাদের রিপোর্টে আমরা ২০৩০ এবং ২০৫০ সালে পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের জন্য উষ্ণ তাপের প্রভাব অনুমান করেছি। যদি গরমের দিনগুলোতে কারখানা ঠাণ্ডা রাখা না হয়, তাহলে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে যায়। তাপমাত্রা প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস WBGT বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ১ থেকে ২ শতাংশ কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস WBGT থাকার মানে হলো শ্রমিকরা সেই দিন ৭ থেকে ১৪ শতাংশ কম উৎপাদন করে। এটি নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের উপার্জন কমিয়ে দেয়। পোশাক শিল্প বেড়ে উঠার গতি ধীর হয়ে যাবে এবং নতুন তৈরি হওয়া কর্মসংস্থানের সংখ্যা কমে যাবে। বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান এবং ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে, যদি শ্রমিকদের এবং কারখানাগুলোকে উষ্ণ তাপ ও আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষিত রাখা না হয় তাহলে এই শিল্প কী পরিমাণ আয় (রপ্তানি আয়) ও কর্মসংস্থান হারাবে তা আমরা হিসাব করেছি।

ভবিষ্যতে বন্যাও বেড়ে যাবে। আমাদের রিপোর্টে আমরা চারটি দেশে বন্যার কারণে ২০৩০ এবং ২০৫০ সালে কত দিনের জন্য কাজের সুযোগ হারিয়ে যাবে তা অনুমান করেছি। নিচের মানচিত্রে আমরা ২০৩০ সালে বৃষ্টিপাত এবং নদীর পানি বেড়ে যাওয়ার (লাল বিন্দুগুলো) কারণে উল্লেখযোগ্য বন্যার ফলে এবং সমুদ্রে বন্যা (সোনালী) হওয়ার কারণে বাংলাদেশে কয়টি কারখানা (নীল বিন্দুগুলো) ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা দেখিয়েছি।

Phnom Penh, Cambodia. Photo credit: Cornell GLI

মানচিত্রের শিরোনাম: ২০৩০ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে নদী, বৃষ্টিপাত, ও সমুদ্রে বন্যা

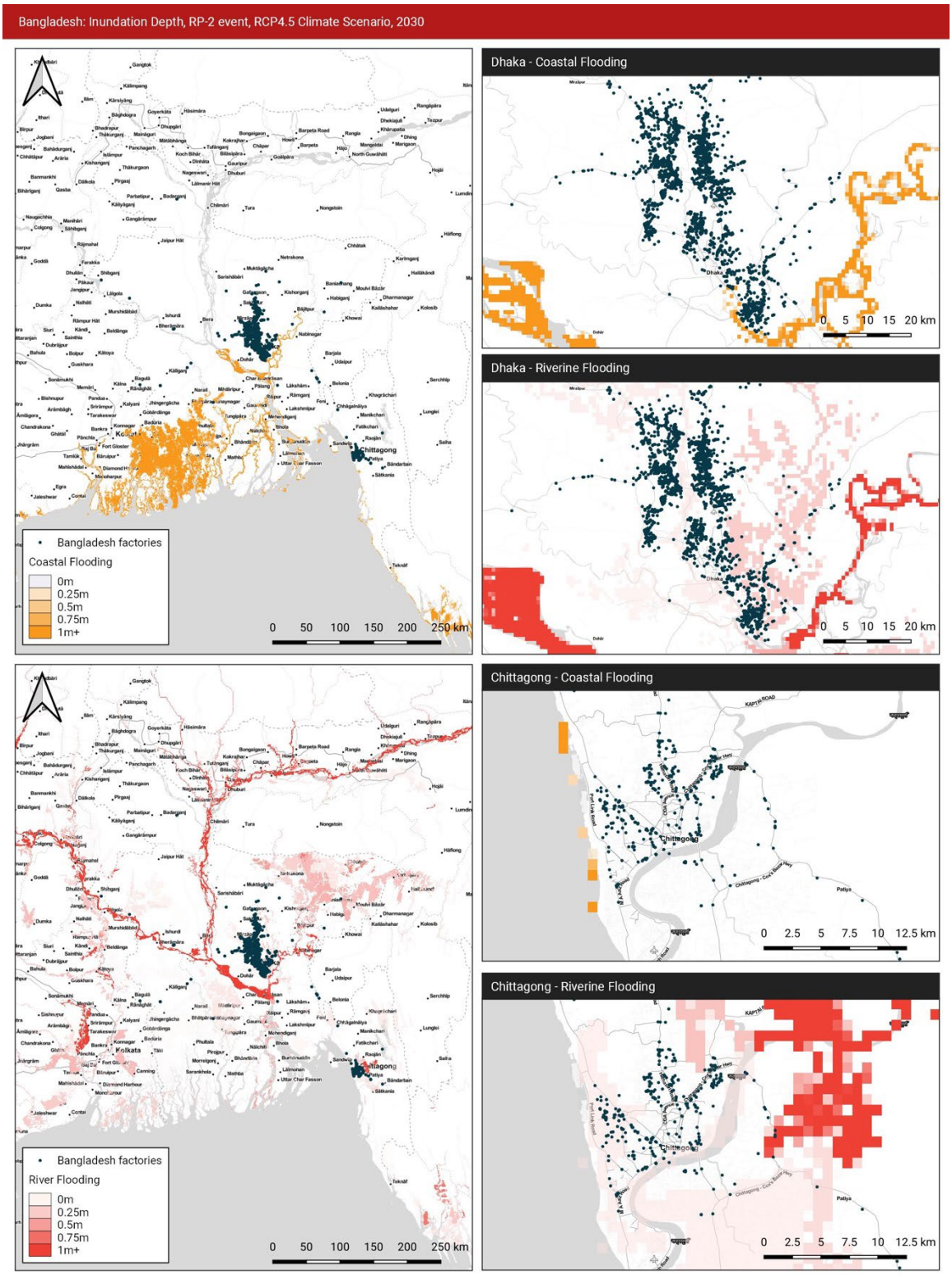

বাংলাদেশের বন্যার খারাপ পরিস্থিতির একটি বছরের মানে হতে পারে নদী ও সমুদ্র তীরে ০.৫ মিটার বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতার বন্যার কারণে ৩২ শতাংশ পোশাক কারখানায় অনেক দিনের জন্য কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ভিয়েতনামে, ৩১ শতাংশ কারখানা ঝুঁকিতে রয়েছে। কম্বোডিয়ায় এই ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম: ১১ শতাংশ কারখানা। পাকিস্তানে এটি সবচেয়ে কম: ৫ শতাংশ।

আমরা এই দুই বছর: ২০৩০ এবং ২০৫০ সালের জন্য প্রতিটি দেশে পোশাক শিল্পে রপ্তানি আয়ের সম্ভাব্য লোকসান (মার্কিন ডলারে) হিসাব করেছি।

সারণি ২. ২০৩০ এবং ২০৫০ সালে দেশ অনুযায়ী পোশাক রপ্তানি আয়ের 'লোকসান'।

দেশ	বছর	সমন্বয় ব্যতীত আয়ের 'লোকসান' (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	পরিবর্তন (শতাংশ)
বাংলাদেশ	২০৩০	-২৬.৮	-২১.৯৫%
	২০৫০	-৭১১.৩	-৬৮.৫১%
কম্বোডিয়া	২০৩০	-৬.৮	-১৮.৯৪%
	২০৫০	-১৫৬.৩	-৬৬.৪০%
পাকিস্তান	২০৩০	-৭.৬	-৩০.৯৪%
	২০৫০	-১৮০.৭	-৮০.৫২%
ভিয়েতনাম	২০৩০	-২৪.৮	-২১.২০%
	২০৫০	-৩৭৮.৩	-৬৫.৭৪%

সারণি ৩. ২০৩০ এবং ২০৫০ সালে দেশ অনুযায়ী পোশাক খাতে কর্মসংস্থান 'কমে যাওয়া'।

দেশ	বছর	সমন্বয় ব্যতীত কর্মসংস্থান 'কমে যাওয়া'	পরিবর্তন (শতাংশ)
বাংলাদেশ	২০৩০	-২৫৫,০৬৭	-৫.২৯%
	২০৫০	-১,২৭২,৫৯৪	-২০.১৭%
কম্বোডিয়া	২০৩০	-৫২,৯৪৪	-৫.৬৩%
	২০৫০	-৫৫৬,৫৪৫	-৩২.৭৬%
পাকিস্তান	২০৩০	-২৯৬,৯১৫	-৮.৬৫%
	২০৫০	-১,৮৫৪,৫৩৭	-৩৪.৫৬%
ভিয়েতনাম	২০৩০	-৩৫৩,৩০১	-৭.৫৩%
	২০৫০	-৪,৯৫৭,২০১	-৪২.৩৮%

২০৩০ সালে উচ্চ তাপ ও বন্যার কারণে চারটি দেশের সবগুলোর জন্য ভবিষ্যতে আয়ের 'লোকসান'-এর সম্মিলিত পরিমাণ হবে ৬৫.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উদাহরণস্বরূপ, যদি পোশাক শিল্প কারখানা ঠাণ্ডা রাখার ও উন্নত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা যেত এবং বন্যা থেকে সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে উচ্চ তাপ ও বন্যা থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য দ্রুত বিনিয়োগ করা হতো তাহলে যে পরিমাণ রপ্তানি আয় হতো এটি তারচেয়ে ২২ শতাংশ কম। এসব 'অভিযোজন'-এর জন্য করা বিনিয়োগ নিয়োগকর্তাদের, শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হওয়া লোকসান ও ক্ষতি সামলে উঠতে সাহায্য করবে।

২০৩০ সালে চারটি দেশে হারিয়ে যাওয়া কর্মসংস্থানের মোট সংখ্যা হবে ৯৫৮,২২৭টি।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বন্যা আরো গুরুতর হয়ে উঠায় ২০৫০ সালে লোকসানের পরিমাণ আরো অনেক বেশি হবে। এই চারটি দেশে পোশাক রপ্তানি ৬৯ শতাংশ কমে যাবে এবং যদি নিয়োগকর্তা, সরকার ও ক্রেতারা জলবায়ু অভিযোজনের জন্য বিনিয়োগ না করেন তাহলে ৮.৬ মিলিয়ন কর্মসংস্থান কমে যাবে।

২.০ শ্রমিকদের জন্য জলবায়ু সংকটের অর্থ কী?

শ্রমিকদের বসবাসের এলাকায় বন্যার ফলে কর্মস্থলে যাওয়া বিলম্বিত হতে পারে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের কিছু শ্রমিক কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য নৌকা ব্যবহার করেন। শ্রমিকদের জন্য কর্মঘন্টা হারানোর মানে হলো মজুরি হারানো। এবং বন্যার কারণে অসুস্থতা, যেমন ফুসকুড়ি, ডায়রিয়া ও ডেঙ্গু দেখা দিতে পারে। উচ্চ তাপের কারণে মাথা ব্যথা, পানিশূন্যতা, মাথা ঘোরা, এমনকি অচেতন হয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখা দিতে পারে। এটি মেডিকেল খরচ বেড়ে যাওয়া এবং মজুরি হারানোর কারণ হতে পারে।

বাংলাদেশের ঢাকায় ব্র্যাক (BRAC) বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাপ ও বন্যার সমস্যাগুলোর ব্যাপারে শ্রমিক এবং কারখানার ম্যানেজারদের অভিজ্ঞতা ও মতামত জানার জন্য তাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। সকল ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল মজুরি হারানো এবং অনেকেই জানিয়েছেন মে, জুন ও জুলাই মাসে যখন তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেড়ে যায় এবং শহরে বন্যা দেখা দেয় সেই সময়ে তারা 'সংগ্রাম করে কাজ চালিয়ে যান'।

এছাড়াও শ্রমিকরা প্রতিদিনের উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে হিমশিম খাওয়ার কথা জানান, যেসকল লক্ষ্য উচ্চ তাপের কথা বিবেচনায় নিয়ে সমন্বয় করা হয় না। শ্রমিকরা জানিয়েছেন যে, বন্যার কারণে তাদের কর্মস্থলে উপস্থিত হতে কয়েক মিনিট দেরি হলেও তাদের বেতন কাটা হয় (বিলম্বে উপস্থিতির জন্য চিহ্নিত করা হয়) অথবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সবেতন ছুটি প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। এবং শ্রমিকরা বছরের সবচেয়ে গরমের মাস এবং সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের মাসগুলোতে তাপের কারণে অসুস্থ হয়ে যাওয়া এবং বন্যার কারণে পুরো তিন দিন পর্যন্ত কাজে যেতে না পারার কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি মাসে ১,২০০ টাকা থেকে ১,৫০০ টাকা (১১ থেকে ১৪ মার্কিন ডলার) মজুরি, অথবা তাদের আয়ের ১০ শতাংশেরও বেশি হারিয়ে ফেলা।

সবশেষে, বাংলাদেশের শ্রমিকদের অনুমান অনুযায়ী সবচেয়ে গরমের মাসগুলোতে তারা ওষুধের জন্য ৩,৫০০ টাকা (৩১ মার্কিন ডলার) এবং বাড়িতে ঘুমানোর জন্য সবসময় ফ্যান চালানোর ফলে বিদ্যুৎ বিলের জন্য ২,০০০ টাকা (১৮ মার্কিন ডলার) খরচ করে থাকেন। শ্রমিকরা মে, জুন ও জুলাই মাসে বিদ্যুৎ বিল ও ওষুধের খরচ মেটানোর জন্য উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

নিয়োগকর্তারা সাধারণত শ্রমিকদের উপর তাপমাত্রার প্রভাবের বিষয়টিকে ছোট করে দেখেন। ঢাকা এলাকায় যেসব কারখানার ম্যানেজারদের সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে তারা সবাই কারখানা ঠাণ্ডা রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন, এবং সাক্ষাতকার প্রদানকারী প্রতি দশ জন ম্যানেজারের মধ্যে আট জন জানিয়েছেন যে উচ্চ তাপের বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকদের বা ইউনিয়নের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

কম্বোডিয়ান শ্রমিকদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ (সাক্ষাতকার নেওয়া ২০০ শ্রমিকের মধ্যে) ২০২২ সালে হিট স্ট্রেস বেড়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন এবং ২২ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন যে হিট স্ট্রেস তাদের কাজ করার সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পাকিস্তানের করাচিতে তাপ প্রবাহ ক্রমশ আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সেখানকার একটি অ্যাম্বুলেন্স কোম্পানি জানিয়েছে ২০১৮ সালের একটি তাপ প্রবাহের সময় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন কারখানা শ্রমিক যারা করাচির আশেপাশের গরীব এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

৩.০. শ্রম আইন কি শ্রমিকদেরকে জলবায়ু সংকট থেকে সুরক্ষিত রাখে?

বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান এবং ভিয়েতনামে শ্রমিকদেরকে উচ্চ তাপ ও বন্যা থেকে সুরক্ষিত রাখার আইনগুলো কতটা শক্তিশালী? বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও পাকিস্তানের আইনে কারখানাগুলোর জন্য ভবনের ভেতরে তাপের কোনো সীমা নির্ধারণ করা নেই। এই গ্রুপের মধ্যে কম্বোডিয়ার শ্রম আইন সবচেয়ে দুর্বল, যেখানে ভবনের ভেতরে তাপের কোনো সীমা নির্ধারণ করা নেই এবং সবেতন কর্মবিরতি, সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি, সবেতন কাজ বন্ধ করে দেওয়া, অথবা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সময়ে অধিকারসমূহ, ইত্যাদি সংক্রান্ত কোনো আবশ্যিকতা নেই, যা নিয়োগকর্তাদেরকে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সময় অর্থ প্রদান না করার সুযোগ করে দিয়েছে।

চারটি দেশের মধ্যে ভিয়েতনামের শ্রম আইন সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট। কিন্তু চারটি দেশের সবগুলোতে শ্রমিক ও পর্যবেক্ষকদের মতে, আইন প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে। এই চার্টে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিশেষ করে তাপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলোর অংশগুলো তুলনা করা হয়েছে।

ব্র্যান্ডগুলোর কারখানায় অডিট পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ILO-এর বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচির সবচেয়ে বেশি সুস্পষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। কিন্তু ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর আচরণবিধি শ্রমিকদেরকে প্রভাবিত করে এমন জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ব্যাপারে দুর্বল।

	বাংলাদেশ	কম্বোডিয়া	পাকিস্তান (সিন্ধ)	ভিয়েতনাম
ভবনের ভেতরে তাপ	তাপমাত্রা 'সহনীয় সীমার মধ্যে সীমিত থাকবে', যেখানে প্রতিটি ওয়ার্করুমে একটি করে থার্মোমিটার থাকা আবশ্যক।	'কাজ অবশ্যই এমন তাপমাত্রার পরিবেশে সম্পন্ন করতে হবে যা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে না... নিয়োগকর্তাকে অবশ্যই তাপ কমানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।' 'কর্মস্থলে থার্মোমিটার থাকা' আবশ্যক।	'যৌক্তিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থা ধরে রাখতে এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে' 'এধরনের তাপমাত্রা অতিক্রম করবে না এমন উপকরণ দিয়ে দেয়াল ও ছাদ নির্মাণ করার মাধ্যমে' ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে হবে। 'সঠিক ওয়েট ও ড্রাই বালব তাপমাত্রা' দিনে তিন বার রেকর্ড করতে হবে।	কর্মস্থলে ভবনের ভেতরের তাপমাত্রা হালকা, মাঝারি ও ভারী কাজের জন্য যথাক্রমে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করা উচিত নয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০%-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ইত্যাদির জন্য নিয়োগকর্তাদের কন্ট্রাক্টগুলো মূল্যায়ন করতে হবে।
ভবনের ভেতরে ভেন্টিলেশন	ভেন্টলেশন বা বায়ু চলাচলের জন্য 'প্রতিটি ওয়ার্করুমে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপরীতমুখী জানালা থাকবে', এবং 'যেখানে ভেন্টিলেশন সম্ভব নয় সেখানে এক্সস্ট ফ্যান থাকবে।'	'যথাযথ বায়ু চলাচল নিশ্চিত করতে নিয়োগকর্তাকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।'	'বাতাসের অব্যাহত প্রবাহ বজায় রাখতে' 'প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পাঁচ বর্গফুট' অনুপাতে 'ভেন্টিলেশনের জন্য খোলা জায়গা' থাকা আবশ্যক।	'কক্ষে উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা, কায়িক শ্রমের চাহিদা, ওয়ার্কশপের আকার, দূষিত পদার্থ নির্গমন, তাপীয় অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে অবশ্যই পরিষ্কার বাতাসের প্রবাহ থাকতে হবে এবং অবশ্যই পর্যাপ্ত আলো থাকতে হবে।'

পরিষ্কার সুপেয় পানি	শ্রমিকদের পান করার জন্য 'বিশুদ্ধ' ও ঠাণ্ডা পানি থাকতে হবে, 'আধুনিক বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থা' ব্যবহার করা না হলে 'কমপক্ষে দিনে একবার পানি পরিবর্তন করতে হবে।'	'প্রতিটি মৌসুমে শ্রমিকদের সব চাহিদা মেটানোর মতো পানি অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।'	'প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য ১ গ্যালন করে' কমপক্ষে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার 'সুপেয় পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ 'বিনামূল্যে' প্রদান করতে হবে।'	নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই 'প্রত্যেক শিফটে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য' ১.৫ লিটার পরিষ্কার, পরীক্ষিত সুপেয় পানি সরবরাহ করতে হবে।
বিরতি	কমপক্ষে ১ ঘন্টার বিরতি ছাড়া একটানা ৬ ঘন্টার বেশি কাজ নয়। কমপক্ষে আধা ঘন্টার বিরতি ছাড়া একটানা ৫ ঘন্টার বেশি কাজ নয়।	'পূর্ণ কর্মঘন্টা' দিনে ৮ ঘন্টার বেশি হওয়া যাবে না। কর্মঘন্টার সময়কাল প্রতিটি এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়।	কমপক্ষে ১ ঘন্টার বিরতি ছাড়া একটানা ৬ ঘন্টার বেশি কাজ নয়। অথবা কমপক্ষে আধা ঘন্টার বিরতি ছাড়া একটানা ৫ ঘন্টার বেশি কাজ নয়।	ছয় ঘন্টা বা তার বেশি সময় কাজের মাঝখানে কমপক্ষে আধা ঘন্টার বিরতি থাকতে হবে এবং রাতে কাজের ক্ষেত্রে ৪৫ মিনিট বিরতি থাকতে হবে।
সবেতন বিরতি	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	আইনত আবশ্যক বিশ্রামের সময় 'কর্মঘন্টার অংশ হিসেবে' বিবেচনা করা হয় এবং সেই সময়ের মজুরি পরিশোধ করা হয়।
বিপজ্জনক অবস্থায় কাজ বন্ধ করে দেওয়া	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	'জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য আসন্ন ও গুরুতর হুমকি বিদ্যমান রয়েছে এমন কর্মস্থলে শ্রমিকরা কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন' এবং বিপদ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ফিরে আসা/কাজ পুনরায় শুরু করা আবশ্যক নয়।
সবেতন কাজ বন্ধ করে দেওয়া	'আগুন, বিপর্যয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, এবং মহামারী' ইত্যাদি কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিকদেরকে অবশ্যই ১ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত বেতন প্রদান করতে হবে, কিন্তু ৩ দিনের বেশি সময় ধরে কাজ বন্ধ করার কারণে চাকরিচ্যুত করা যেতে পারে।	'প্রাকৃতিক কারণ' বা বিপর্যয়ের ফলে উপকরণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘদিন ধরে পুনরায় কাজ শুরু করা অসম্ভব হয়ে উঠার ঘটনায় আগে থেকে চাকরিচ্যুত করার নোটিশ প্রদান করা আবশ্যক নয়।	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	'অনিবার্য পরিণতির ক্ষেত্রে' অথবা 'কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হলে' অবশ্যই কমপক্ষে ন্যূনতম মজুরি পরিশোধ করতে হবে।

সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি	'কোনো মেডিকেল প্র্যাক্টিশনার শ্রমিকের অসুস্থ থাকার বিষয়টি প্রত্যয়ন করলে' 'প্রত্যেক শ্রমিক ১৪ দিন পর্যন্ত পূর্ণ বেতন সহ অসুস্থতাজনিত ছুটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে'।	কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।	'প্রত্যেক শ্রমিক এক বছরে ১৬ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বেতন সহ অসুস্থতাজনিত ছুটি পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'	মেডিকেল সনদ পেলে প্রতি বছর ১৮০ দিন পর্যন্ত সবেতন অসুস্থতাজনিত ছুটি (সামাজিক বিমায় অবদানের মাত্রা ও সময়কালের উপর ভিত্তি করে)।

৪.০ আমাদের কি করণীয়?

সরকার, নিয়োগকর্তা, ব্র্যান্ড ও শ্রমিক সংস্থাগুলোর জন্য 'অভিযোজন' সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের কিছু সুপারিশ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

- পোশাক শিল্পের উচিত জলবায়ু ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম রয়েছে এমন দেশগুলোতে 'সরে যাওয়ার' পরিবর্তে অভিযোজনের জন্য বিনিয়োগ করা।
- শ্রমিকদের জন্য উচ্চতর মজুরি এবং ভালো সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা কিনা শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারকে জলবায়ু সংকটের সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাবগুলো এড়াতে সাহায্য করতে পারে।
- ইউনিয়ন এবং শ্রমিক অধিকার বিষয়ক সংস্থাগুলোর উচিত নিয়োগকর্তাদের ও ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে, এবং সরকার ও শিল্প সংগঠনগুলোর সাথে সামাজিক আলোচনার সময় তাপ ও বন্যার মতো জলবায়ুর প্রভাব থেকে সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে:

- ভবনের ভেতরে ওয়েট ও ড্রাই বালব তাপমাত্রার মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে কর্মঘণ্টা, প্রচেষ্টার মাত্রা, বিশ্রাম এবং পানি পান করার মাত্রা পরিবর্তন করা
- কারখানার উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোতে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য প্রতিদিন নমুনা সংগ্রহ, রিপোর্ট করা এবং পদক্ষেপ গ্রহণের নিয়ম নির্ধারণ করা
- তাপ ও বন্যার ঘটনাগুলোকে স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে, ঘটনাগুলোর জন্য এবং সংশ্লিষ্ট অসুস্থতার জন্য কোনো দণ্ড ছাড়াই শ্রমিকদের সবেতনে ছুটি ও কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা
- হিট স্ট্রেস বা বন্যা সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন করতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা গণপ্রচারণার ব্যবস্থা করা

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং Schroders-এর সম্পূর্ণ রিপোর্টটি https://www.ilr.cornell.edu/global-labor-institute ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে পাওয়া যাবে।